36850 - তাওয়াফ বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে গেলে

প্রশ্ন

আমি তাওয়াফে বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে গেলে আমি কী করব? আমি কি তাওয়াফ শেষ করব; নাকি নামায পড়ব? এরপর পুনরায় তাওয়াফ করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

তাওয়াফ বা সাঈকালে নামাযের ইকামত হয়ে গেলে আপনি তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে নামায আদায় করবেন। এরপর আপনার তাওয়াফের যতটুকু বাকী আছে ততটুকু পরিপূর্ণ করবেন। আপনাকে শুরু থেকে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে না। এমনকি নামাযের কারণে যে চক্করটি স্থগিত করেছেন সেটোকেও পুনরায় আদায় করতে হবে না।

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন:

যদি কোনো প্রয়োজনে তাওয়াফ স্থগিত করে; যেমন কোনো ব্যক্তি তিন চক্কর তাওয়াফ করার পর নামাযের ইকামত হয়ে গেল তাহলে তিনি নামায আদায় করবেন। এরপর ফিরে এসে তিনি যেখানে ছিলেন সেই স্থান থেকে তাওয়াফ করবেন; তাকে হাজারে আসওয়াদে ফেরত যেতে হবে না। বরং তিনি তার স্থান থেকে শুরু করবেন এবং তাওয়াফ পরিপূর্ণ করবেন। তবে কিছু আলেম এর বিপরীত বলেছেন যে, হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হবে। সঠিক অভিমত হলো হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করা আবশ্যক নয়; যেমনটি বলেছেন একদল আলেমে দ্বীন।

অনুরূপভাবে যদি জানাযার নামায পড়ার জন্য কোনো লাশ আনা হয় কিংবা কোনো ব্যক্তি যদি কথা বলার জন্য তাকে থামিয়ে দেয় কিংবা ভীড় ঘটে কিংবা অন্য এমন যে কোনো কিছু ঘটে। সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি তার অবশিষ্ট তাওয়াফ পরিপূর্ণ করবেন। এতে কোনো অসুবিধা নেই।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ বিন বায (১৭/২১৬)]

শাইখ বিন বায আরও বলেন:

যদি কেউ তাওয়াফে বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি সবার সাথে নামায পড়বেন; এরপর

তাওয়াফ ও সাঈ যে পর্যন্ত শেষ করেছেন তার পর থেকে পরিপূর্ণ করবেন।[সমাপ্ত][ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (২/২৫০)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

যদি কোন ব্যক্তি উমরার তাওয়াফ বা হজ্জের তাওয়াফ বা নফল তাওয়াফে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে নামায পড়বেন। এরপর ফিরে এসে অবশিষ্ট তাওয়াফ পরিপূর্ণ করবেন; নতুনভাবে শুরু করবেন না। আগে যে স্থান পর্যন্ত শেষ করেছেন সেখান তাওয়াফ পরিপূর্ণ করবেন। সংশ্লিষ্ট চক্করটি পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। কেননা পূর্বের কৃত আমলটি সঠিক ভিত্তির উপর এবং শরিয়তের অনুমতিক্রমে আদায় হয়েছে। অতএব শরিয়তের দলিল ছাড়া সেটি বাতিল হতে পারে না।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা-৫৩৯)]